কবিতা

নীলাঞ্জন দরিপা

অতৃপ্ত হাতের তাস

১

সে আমাকে ভালোবাসা না বাসার মাঝে শতরঞ্জি পেতে দিয়ে গেছে চায়ের গেলাস
সকালের চায়ে রাত্রে আকাশের থেকে মদ ঝরে ঝরে পড়ে
কানা ধরি ঠোঁটে আর কানে বাজে পদধ্বনি অদূরেই চরণের ক্ষুর
যেমন গোলীয় আমি সেইরূপ অর্ধচন্দ্রভাঁজে শুয়ে তাকাই আকাশে
দুচোখ বাঁপাশে ঠেলে চোখের কিনারা তাকে কিছু কি লুকোয়
কে যেন পেতেছে কোল শূন্যতার গন্ধ ভেসে আমাকে ভাসায়
অপেক্ষায় ভূতের শিথিল সেই হাড়ের আঙুল কার বোলায় হাওয়ায় এই চুল কেঁপে ওঠে
রাত্রির আকাশে আমি উড়ি ঘুমে অনিচ্ছুক আলাদিন টালাদিন নই আমি জিনের প্রদীপে
মেরেছি দুর্দান্ত লাথি রজনী গভীরে এই মোদোমাতালের গল্পে একটিই তো ওড়া
আর এমনই উঁচুতে ওই অত শোক অত নিন্দা অত থুতু কিছুই ওঠে না
শুধু রোমাঞ্চিত চোখ খুলে ভেসে আসে পৃথিবীর বেডরুম থেকে কেননা এখনও
ভালোবাসা না বাসার মাঝে শতরঞ্জি ওড়ে বাজ পড়ে আর্যদের ঘুম ভেঙে যায়

২

আমি তাস খেলতে জানি, কচ্ছপ জিরোনো হেই রাত্রি তোর নিস্তব্ধতা ছিঁড়ে
সজোরে ফাটাই তাস বন্ধুদের হাতে হাতে বাঁটি চার বেদ চোখ বেদজ্ঞ নিশীথে
জিভের আরাম হেতু গ্লাসের সম্মুখে কিছু চূড়া হয়ে জ্বলতে থাকে সোনালী জলজিরা উফ্ কী পাল্টাও স্বাদ
কে ফেলে অমন চাঁদ হাতের তালুতে থেকে থেকে ঝলসে ওঠে চেনা যা কিছু প্রমাদ
যা কিছু প্রণয় সব ছিটকে আসে বন্ধুদের মুখ থেকে লালারসে কিছু তো নরম হোক অন্তত এবার
পিপাসাতাড়িত হয়ে কুকুরের মতো ডেকে উঠতে যেন পারি প্রভু অন্যের গলিতে
জানি শের সভাবর্গ নিয়ে একটা চরম তামাশা করবে আমাকেও নাচতে হবে ছেনাল আবদারে
সে না হয় নেচে নেব কিন্তু প্রভু যে তৃতীয় চোখ কাঁদছে সারারাত নরকে দরজায়
এ যাত্রায় তাকে যদি দু' হাতে না আগলে নিতে পারি তবে কীসের প্রভুত্ব
তোর ইতরামি আমি দেখেছি দেখেছি ঢের বোতাম খোলার গল্পে হারামিপনায়
চোখ ছোটো হয়ে যায় রে সম্ভ্রান্ত বংশজাত দেখ্ দেখ্ ছোটোলোক ভালোবাসলে কেমন রাত্তিরে
অতৃপ্ত হাতের তাস চারবর্ণে পড়ে থাকে মাংস মোছা রুমালের পেটে
আর তাকে খেলতে শিখে একটা গোটা বর্ষাকাল কঁকিয়ে উঠেছে সোঁদা ব্যাঙের গলায়

৩

এইখানে ব্রেক জার্নি অজগাঁয়ে রিকশা ছিল এ প্রত্যন্ত আদাড়েবাদাড়ে
তাও নেই পোকা ধরা হাঁটু আর উজ্জ্বল তিলের কালো স্বপ্ন নিয়ে চেইন কাটা বিদীর্ণ গোড়ালি
ঝন- ঝন করে চলছে যে কোনো ফ্রেমেই ভেঙে পড়তে পারে লজ্ঝড়ে বিমান
আচ্ছন্ন সারথী স্থির বখাটে পুকুরজলে ভেসে আছে কানে তার পদ্মের মুকুল
দলের বিন্যাস ঢালে গেঁজলা ওঠে ঠোঁটে আর চোখ নিয়ে কৌতূহল ভালো নয় ভালো নয় চোখ
এখন নক্ষত্র চিনতে চেয়ে ছিপে চার দিচ্ছে অমাবস্যা অন্ধের ভেতরে
ফেনা ওঠা ওষ্ঠ জানে গুপ্ত মন্ত্রপাঠ জানে উন্মাদের বিড়বিড়প্রণালী
অস্ফুটে গা ছুঁয়ে যে নাম নিই তার নাম হা অকল্প ঈশ্বরও জানে না

৪

লুকিয়ে দুপুর খাচ্ছে কেনি রজার্সের গান হুঁশ ফিরছে ততক্ষণে বিকেলের আকাশেও বেদানা চাদর
কেন যে শাস্ত্রীয় নই সে গুপ্ত অসুখ আসে মাঝেমধ্যে নকশা কাটা গানের বছরে
গেল সালে ছিল না এমন জন্তু পাহারায় ছিল না কোনো রোদের বরফি কাটা জানালার শিক
আঁধারে মাণিক্য কিছু ছিল না বলেই এই দরজা খোলা রেখে গেছি চপ্পল সারাতে
সনা মুচি জাদু জানে চটি দিলে জাহাজ বানায় আর পায়ে ছুঁলে হাঁসের মতন জুড়ে যায়
আঙুলে আঙুল দিব্যি উফ্ দিব্যি ছিল সব কেন যে শেখালো ডানা হাওয়াই মস্তানি
পালকের দেহ নিয়ে ফিরতি পথে সনাতন তোমার বৌয়ের মুখ দেখেছি কলের জলে চাতালের দাগে
এখন সেখানে দুটো না হওয়া বিয়ের ছায়া লুকিয়ে নিশুতি খাচ্ছে করবী কোথায়
কোথায় করবী আমি পাগলের মতো শুধু তাকেই খোঁজার জন্য ফিরেছি বাড়িতে আর গেল বছরের
অরক্ষিত ঘরে কেউ ঢুকে পড়ছে, ইশ্, মা গো, তাকানো যাচ্ছে না তার ভাঙচুর কপালে
কিছু একটা দাও রাত্রি দু চোখের মাঝবরাবর তাকে টিপ, ক্ষত কিছু তো জ্বালাই

৫

কত আর অস্ত্র ধরি হয়তো বা আগামী সন্ধ্যা আরও কোনো গভীর জঙ্গলে খোদ বাঘের মুখেই
পড়ে যেতে পারি তবু সে কথা স্বীকার ক' রে এভাবে নদীর জল আর
নষ্ট করে, জানোয়ার? নিজেরই তেষ্টার দিনে নুনের পাথর আঁচড়ে কী চিৎকার গুম হওয়া বুকে
যৌনজীবনের মতো গোপনে সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে তবু দূরবর্তী লাইটহাউসে
কালো জল সাঁতরে কেউ চুলে চাঁদ নিয়ে ফেরে নৌকার ভাষায় শিস দিতে শিখলে ওসব মানায়
যে বন্ধুটি মদে কাঁপে আমি তার সাইকেলের চাকা দেখেছি আশ্চর্য স্থির বরাকর রোডে
এখনো মাতাল হলে শ্রাবণের হাওয়া বাড়ে দশ কুড়ি ছাড়ে নিয়ে যায়
উড়িয়ে চন্দনগ্রহে, কে কার পরোয়া করে হৃদয়ে হঠাৎ ভোর এলে
চুপিচুপি বসি দেখি নক্ষত্রের ফুল গায়ে তেমাথার মোড়ে অন্ধকারে এসে দাঁড়িয়েছে বাঘ

====

পরিচিতিচিত্রঃ কবি

নীলাঞ্জন দরিপার জন্ম, বৃদ্ধি পুরুলিয়ায়। কলেজ জীবন কেটেছে দুর্গাপুরে। চাকরিসূত্রে কোলকাতার বাসিন্দা আপাতত। প্রকাশিত বই ‘ফিরে গেছি বারান্দার কাছে (ধানসিড়ি প্রকাশন, ২০১৭) এবং ‘ব্যক্তিগত জাদুকরের কাছে’ (তৃতীয় পরিসর, ২০২২)। ।